গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
www.motj.gov.bd

নং ২৪.০০.০০০০.১০৯.১৬.০১৩.১৬-২১৪

তারিখঃ ২৭ আষাঢ় ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ১১ জুলাই ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত জুন/২০১৭ মাসের সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক জুন, ২০১৭ মাসের সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। কার্যবিবরণীর কপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ডাউনলোড করে সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১৩/০৭/২০১৭ তারিখের মধ্যে সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টগণকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

স্বাক্ষরিত/-
১১/০৭/২০১৭ খ্রি:
(প্রদীপ কুমার সাহা)
উপসচিব (সওস)
ফোনঃ ৯৫১৫৬০৭
ফ্যাক্সঃ ৯৫৭৩৮০৭
e-mail: motjsos2010@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. চেয়ারম্যান, বিজেএমসি/বিটিএমসি/তাঁত বোর্ড/বিজেসি (বিঃ), ঢাকা।
০৩. মহা-পরিচালক, পাট অধিদপ্তর, করিম চেম্বার, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
০৪. পরিচালক, বস্ত্র পরিদপ্তর, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৫. যুগ্মসচিব (সকল), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬. পরিচালক, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।
০৭. লিকুইডেটর, লিকুইডেশন সেল, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮. নির্বাহী পরিচালক, জেডিপিসি, ১৪৫, মণিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৯. উপসচিব (সকল)/উপপ্রধান, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০. সিস্টেম এনালিস্ট, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২. প্রোগ্রামার, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সহকারী প্রোগ্রামার, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ***(সহকারী প্রোগ্রামার কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)***

অনুলিপি:

০১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জুন/২০১৭ মাসের সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	২০ জুন, ২০১৭ বেলা ০২:০০ টা
সভার স্থান	:	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-"ক"

০২। সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার সূচনা করেন। বিগত মে, ২০১৭ মাসের সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে কোন সংশোধনী না থাকায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়। অত:পর সভাপতি এজেন্ডাওয়ারী আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন এবং আলোচনার জন্য সকলকে আহবান জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন সভার কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটের পাশাপাশি হার্ডকপি প্রেরণের বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে ধারাবাহিক ভাবে যুগ্মসচিব (প্রশসান-২) আলোচ্য বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন।

০৩। সভায় বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:-

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	সভার আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
০১।	বিজেএমসিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এ লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সে বিষয়ে এবং বিজেএমসির সমস্যা সমাধানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।	সভায় আলোচনাকালে জানা যায়, বিজেএমসি'র লোকসানের প্রকৃত কারণ উৎঘাটন করা হয়েছে। খাতওয়ারী লোকসানের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেগুলো নিরসনের মাধ্যমে বিজেএমসিকে পর্যায়ক্রমে লাভজনক করার কর্মপরিকল্পনার কাজ চলমান আছে। বিজেএমসির মিলগুলোকে সরকারের আর্থিক সহায়তায় সচল রাখার বিষয়ে জমি হস্তান্তরের বিনিময়ে বিজেএমসিকে ১,০৮৫.৮৫ কোটি (এক হাজার পঁচাশি কোটি পঁচাশি লক্ষ) টাকা বরাদ্দে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা রয়েছে। সে মোতাবেক দুই দফায় এ পর্যন্ত বিজেএমসি'র অনুকূলে ৮৮০.৮৫ কোটি (আটশত আশি কোটি পঁচাশি লক্ষ) টাকা ছাড় করা হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা ২০৫ কোটি টাকা অর্থ বিভাগ হতে ছাড় করা হয়নি।	অবশিষ্ট ২০৫ কোটি টাকা ছাড়করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অর্থ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান বিজেএমসি/ অতিরিক্ত সচিব (পাট)
০২।	ক) পাটকলগুলোর পুরাতন মেশিন বাদ দিয়ে আধুনিক মেশিন বসাতে হবে। খ) বন্ধ ও পরিত্যাক্ত কোন মিল চীনের সাথে সহযোগিতা করে চালু করা যায় কিনা এবং তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্য কোন দেশ থেকে প্রস্তাব এলে তা বিবেচনা করতে হবে।	ক) বিজেএমসি'র ২৬টি মিল বিএমআরই করণের লক্ষ্যে চীন সরকারের সহযোগিতার জন্য ইতোমধ্যে মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী চীনের বাণিজ্য মন্ত্রীর বরাবর DO পত্র প্রেরণ করেছেন। সরকারী অর্থায়নের মাধ্যমে-বিজেএমসি'র ৩টি মিল বিএমআরই করণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। (খ) বর্তমানে বিজেএমসি'র কোন মিল বন্ধ /পরিত্যক্ত নেই। তবে সরকারী সিদ্ধান্তে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে মনোয়ার জুট মিলটি বিক্রয় করা হয়। কিন্তু মহামান্য হাইকোর্টে একটি রীট মামলা (৫৯৮০/২০১০) বিচারাধীন থাকায় মিলটি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া আপাততঃ স্থগিত আছে। ▪ ঢাকার কেরানীগঞ্জস্থ ঢাকা জুট মিলস্ লিঃ ১৪/০৫/২০১৪ তারিখে Take Back করা হলেও Take Back আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্টে মামলা বিচারাধীন। এ, আর, হাওলাদার জুট মিলস্ লিঃ , মাদারীপুর ০৭/০৪/২০১৭ তারিখে Take Back করা হয়।	ক) বিজেএমসি'র ২৬টি মিল বিএমআরই করণের লক্ষ্যে গঠিত প্রকল্পের অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। খ) ঢাকার কেরানীগঞ্জস্থ ঢাকা জুট মিলস্ লিঃ এর মামলা সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং এ, আর, হাওলাদার জুট মিলস্ লিঃ Take Back সংক্রান্ত অগ্রগতি মন্ত্রণালয় কে অবহিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান বিজেএমসি অতিরিক্ত সচিব (পাট) উপ-প্রধান (পরিকল্পনা)

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	সভার আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
০৩।	বিজেএমসির অব্যবহৃত জায়গায় ছোট ছোট প্লট করে বেসরকারী শিল্প উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিয়ে Jute related কারখানা স্থাপন করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।	(ক) বিজেএমসির অব্যবহৃত জায়গায় ছোট ছোট প্লট করে Jute related কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে জমি বরাদ্দ প্রদানের জন্য বিজেএমসি কর্তৃক প্রণীত নীতিমালাটি খসড়া চূড়ান্ত করে তা ভেটিং এর জন্য আইন ও বিচার বিভাগ এবং অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগ হতে মতামত পাওয়া গেছে। অর্থ বিভাগের মতামতের জন্য বিষয়টি অপেক্ষমান আছে।	ক) বিজেএমসি কর্তৃক প্রণীত নীতিমালাটি খসড়া চূড়ান্ত করণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান বিজেএমসি অতিরিক্ত সচিব (পাট)
		(খ) চিত্তরঞ্জণ কটন মিলস এর জমিতে টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের লক্ষ্যে ২২টি প্লটের মধ্যে মামলা বর্হিভূত ১০টি প্লট বিক্রয়ের জন্য বিটিএমসি ৪র্থ বার টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। ৩টি প্লট বিক্রয় হয়েছে। ৩টি প্লটের মূল্য বাবদ সর্বমোট ১৯,৫২,৭৮,৪০০/- টাকা বিটিএমসি'র হিসাবে জমা হয়েছে। অপর ৭টি প্লট বিক্রয়ের বিষয়ে অতিস্বত্তর পুন:দরপত্র আহবান করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ১২ (১১ হতে ২২)টি প্লট বিক্রয়ের কার্যক্রম মামলাজনিত কারণে আপাতত: স্থগিত আছে।	খ) মামলা বহির্ভূত প্লট বিক্রয়ের নিমিত্ত অতিসত্ত্বর পুন:দরপত্র আহবান করে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিটিএমসি যুগ্মসচিব (বস্ত্র)
০৪।	বিজেএমসির কারখানাগুলোকে কীভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান করা যায় সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান তার কর্মপরিকল্পনা তৈরী করবেন। প্রয়োজনে এ বিষয়ে আলাদা সভার আয়োজন করতে হবে।	বিজেএমসি'র লোকসানের প্রকৃত কারণ উৎঘাটন করা হয়েছে। খাতওয়ারী লোকসানের আর্থিক ক্ষতির পরিমান নির্ধারণ করে তা নিরসণের মাধ্যমে বিজেএমসিকে পর্যায়ক্রমে লাভজনক করার কর্মপরিকল্পনার কাজ চলমান। বিজেএমসির কারখানাগুলোকে লাভজনক করার জন্য সকল মিলকে আলাদাভাবে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু কিছু মিল স্বল্প/দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।	চেয়ারম্যান বিজেএমসি অতিরিক্ত সচিব (পাট)
০৫।	ক) বিটিএমসির বন্ধ মিলগুলো চালু করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	ক) বিটিএমসি'র বন্ধ দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলস, রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিলস এবং সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলস মূল ইউনিট (১) সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে চালু করা হয়েছে এবং মাগুরা টেক্সটাইল মিলস ভাড়ায় চালু করা হয়েছে। চালু মিলগুলির কার্যক্রম বিষয়ে মনিটরিং অব্যাহত আছে।	ক) কার্যক্রম মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান বিটিএমসি যুগ্মসচিব (বস্ত্র)
	খ) পুরাতন মেশিন বাদ দিয়ে আধুনিক মেশিন বসাতে হবে।	খ) বিটিএমিস'র মিলসমূহে বিদেশী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ০৮/০৩/২০১৭ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সাথে বিটিএমসি'র চেয়ারম্যান এর সাথে একটি মতিবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিটিএমসি'র মিলসমূহে চীনের বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়াও ২৮/০৩/২০১৭ তারিখে দক্ষিণ কোরিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সাথে এ বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিটিএমসি'র মোট ১৬টি বন্ধ মিল পিপিপি এর আওতায় চালুর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। গত ১৪-০৬-২০১৭ তারিখ আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিল ও কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিল দুইটির পিপিপি'র মাধ্যমে পরিচালনার জন্য CCEA হতে নীতিগত অনুমোদন প্রাপ্ত হয়।	খ) সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পিপিপি'র আওতায় মিল পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান বিটিএমসি যুগ্মসচিব (বস্ত্র)

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	সভার আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
০৬।	যে সকল শিল্প বেসরকারীকরণ করা হয়েছিল, শর্ত লংঘিত হলে তা সরকারি ব্যবস্থাপনায় ফিরিয়ে আনতে হবে।	বিটিএমসি'র আওতাধীন ৩৪ টি টেক্সটাইল মিল এবং বিজেএমসি'র আওতাধীন ৩৫ টি জুট মিল সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতিমালার আওতায় (১৯৭৮-১৯৯০) সাবেক মালিক/শেয়ার হোল্ডারদের নিকট হস্তান্তর এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনায় ৯টি টেক্সটাইল মিল (১৯৯৬-২০০০) হস্তান্তর করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শর্ত লংঘিত/বন্ধ মিলগুলো ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে (take back) "টাস্কফোর্স" গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৭/২/১৬ তারিখে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় "টাস্কফোর্স" কমিটি গঠন করা হয়। মিলসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য টাস্কফোর্সের সদস্যদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মিল পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে ৪ ৭টি মিল পরিদর্শনের প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। সম্প্রতি অতিরিক্ত সচিব (পাট) ০১টি এবং অতিরিক্ত সচিব (বেওবি) ০২টি মিল পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনের প্রস্তুতের কাজ চলছে। এছাড়া অতিরিক্ত সচিব (বেওবি) আরও ০৫টি মিল পরিদর্শনের জন্য দিন ধার্য করেছেন। উল্লেখ্য, হস্তান্তর চুক্তি শর্ত লংঘন করায় গত ০৫.০১.২০১৭ তারিখে জলিল টেক্সটাইল মিলস্ লি:, চট্টগ্রাম পুণ :অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, গত ১১-০৫-২০১৭ তারিখে কোকিল টেক্সটাইল মিলস্ লি: বান্ধণবাড়িয়া পুন :গ্রহণ করা হয়েছে। মিলগুলো বর্তমানে বিটিএমসি ও বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।	যথাসত্ত্বর পরির্দশন কাজ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিলের ব্যবস্থা নিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বেওবি) চেয়ারম্যান, বিজেএমসি চেয়ারম্যান, বিটিএমসি
০৭।	শ্রমিক-কর্মচারীদের নিকট যে সকল মিলের ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা হয়েছিল, ঐ সকল মিল সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে কোম্পানী গঠন করে সেগুলো চালানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।	শ্রমিক-কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনায় হস্তান্তরিত মিলসমূহের বর্তমান সমস্যা সমাধানপূর্বক সুষ্ঠু পরিচালনায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৪/৮/১৬ তারিখ সার-সংক্ষেপ অনুমোদন করেন। সার-সংক্ষেপের প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়। সে মোতাবেক সচিব মহোদয়কে আহবায়ক করে গত ৩১/৮/১৬ তারিখে ৯ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন হয়েছে। উক্ত কমিটিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ের প্রতিনিধির নাম পাওয়া গেছে। কমিটিতে ২৪/১১/১৬ তারিখে বিভিন্ন মিলের ৭ জন শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা হয়েছে। বিগত ০৮.০২.১৭ তারিখে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ এবং স্টক এন্ড স্টোরস এর মূল্য নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য ৫টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত ৫টি সাব-কমিটি হতে প্রতিবেদন না পাওয়ায় গত ১৫-০৬-২০১৭ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়েছে।	রিপোর্ট সংগ্রহে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দ্রুত পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বেওবি) সংশ্লিষ্ট সাব-কমিটি প্রধান।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	সভার আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
০৮।	মিরপুরের জমি তাঁত বোর্ডের অফিস ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে।	বেনারসি পল্লী মিরপুর প্রকল্পের আওতায় ৪০ একর জমি মধ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অনুকূলে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩ একর জমিতে তাঁতবোর্ড কমপ্লেক্স স্থাপনের নিমিত্ত ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। শীঘ্রই ডিপিপি প্রনয়নের কাজ সম্পন্ন হবে।	দ্রুত ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান বাতাঁবো অতিরিক্ত সচিব (পরি ও অডিট) যুগ্মসচিব (বস্ত্র-২) উপপ্রধান (পরি:)
০৯।	মিরপুর ঘনবসতিপূর্ণ জায়গা তাই বেনারসী পল্লী ও কর্মরত শ্রমিকদের উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ঢাকার বাইরে খোলামেলা জায়গায় বেনারসী/তাঁতপল্লী স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রস্তাবিত তাঁত পল্লী স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে গত ০২/০২/২০১৭ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত আছে। উক্ত নির্দেশনা অনুসারে তাঁতিদের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি, তাঁতিদেরকে বয়ন পূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদান, তাঁত বস্ত্রের বিপণন সুবিধা সৃষ্টি এবং দেশে বিদেশে তাঁত বস্ত্রকে জনপ্রিয় করা, তাঁত শিল্পকে টেকসই করা এবং দেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক তাঁতিদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঢাকার বাইরে মাদারিপুর জেলার শিবচর ও শরিয়তপুর জেলার জাজিরা এলাকায় তাঁতপল্লি স্থাপনের নিমিত্ত ১৯১১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে প্রকল্প অনুমোদনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান বাতাঁবো অতিরিক্ত সচিব (পরি: ও অডিট) যুগ্মসচিব (বস্ত্র-২)
১০।	সুতা ও রং আমদানীর ক্ষেত্রে কীভাবে তাঁতীদের শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়া যায় তার প্রস্তাবনা তৈরী করতে হবে।	বিষয়টি বাস্তবায়িত	বিষয়টি বাস্তবায়িত	---
১১।	ক) কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তুঁত গাছের উন্নয়ন এবং তুঁতচাষের উন্নত প্রযুক্তি বের করতে হবে। খ) একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের সাথে তুঁতচাষের সমন্বয় করে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মতামত গ্রহণপূর্বক “তুঁত ও রেশমকীট জাতের উন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর” শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে। (খ) বাংলাদেশ রেশম বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাংলাদেশ রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় “একটি বাড়ি একটি খামার ” প্রকল্পের সাথে তুঁত চাষের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৩টি জেলার ৯০ টি উপজেলায় একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের ৪৮৪ টি সমিতির সদস্যদের মাধ্য জরিপ করে সুবিধাভোগীকে তুঁতচাষের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে মর্মে মহাপরিচালক, বারেউবো জানান।	ক) “তুঁত ও রেশমকীট জাতের উন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর” শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে। খ) একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত কাজ যথাযথ গুরত্বের সাথে সময়োপযোগী ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	যুগ্মসচিব (বস্ত্র-২) মহাপরিচালক বারেউবো, পরিচালক, বিএসআরটিআই উপপ্রধান (পরিকল্পনা) যুগ্মসচিব (বস্ত্র-২) মহাপরিচালক বারেউবো,
১২।	টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট/কলেজ নির্মাণের ক্ষেত্রে ৫ একর জমির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিতে হবে।	বিষয়টি বাস্তবায়িত	বিষয়টি বাস্তবায়িত	---

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	সভার আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
১৩।	আদালতে বিচারাধীন মামলা প্রতিদ্বন্দিতা করার জন্য যে সকল তথ্য, উপাত্ত ও প্রমাণক প্রয়োজন হয়, তা যথাসময়ে দপ্তর/সংস্থাকে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ নিয়ে একত্রে কাজ করতে হবে।	আদালতে বিচারাধীন মামলার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।	কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ (সংশ্লিষ্ট সকল) অতিরিক্ত সচিব (আইন) উপসচিব (আইন)
১৪।	ক) পাট ও পাটপণ্যের ব্যবহার ও রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে হবে।	(ক) দেশে বহুমুখী পাটপণ্যের উৎপাদন, ব্যবহার, বাজারজাতকরণ এবং বিদেশে বাংলাদেশ দুতাবাসে পাটপণ্যের ডিসপ্লে করা, বিদেশে মেলায় পাটপণ্যের ষ্টল স্থাপন বিষয়ে বিজেএমসি, পাট অধিদপ্তর, জেডিপিসি সমন্বিতভাবে একটি কর্মপরিকল্পনা ও রোডম্যাপ তৈরীর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ক) পাট ও পাটপণ্যের ব্যবহার ও রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও রোডম্যাপ তৈরির জন্য নিম্নোক্তভাবে ০৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ১। চেয়ারম্যান, বিজেএমসি-আহবায়ক ২। মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর-সদস্য ৩। চেয়ারম্যান, বিজেসি (বিঃ)-সদস্য ৪। অতিরিক্ত সচিব (পাট)-সদস্য ৫। বিজেএমএ'র প্রতিনিধি-সদস্য ৬। নিবার্হী পরিচালক, জেডিপিসি- সদস্য সচিব কমিটি আগস্ট, ২০১৭ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	চেয়ারম্যান, বিজেএমসি, মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর, অতিরিক্ত সচিব (পরি: ও অডিট) নির্বাহী পরিচালক, জেডিপিসি চেয়ারম্যান, বিজেসি যুগ্মসচিব (পাট-৩)
	(খ) যে সকল দপ্তর/সংস্থার নিয়ন্ত্রণে সরকারী জমি আছে তা ফেলে না রেখে কাজে লাগাতে হবে।	(খ) সভায় জানানো হয় যে, বিজেএমসি এবং বিজেসি ব্যাতীত অন্য কোন দপ্তর /সংস্থার অব্যবহৃত জমি নেই। সভাপতি বলেন দপ্তর /সংস্থার অব্যবহৃত জমি চিহ্নিত করে যথাযথভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন। তিনি এ ব্যাপারে কমিটি গঠনের বিষয়ে গরুত্ব আরোপ করেন।	খ) ১৪ ক) সিদ্ধান্ত ক্রমিকে গঠিত কমিটি দপ্তর/সংস্থার অব্যবহৃত জমি চিহ্নিত করে তা যথাযথ কাজে লাগানোর বিষয়ে আগস্ট , ২০১৭ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	
১৫।	Jute Geotextile ব্যবহার সম্পর্কে প্রচারণার ব্যবস্থা নিতে হবে। পণ্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য কাজে পাট ও পাটজাত পণ্য ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।	রাস্তা নির্মাণ, নদীর পাড় ভাঙ্গন ও পাহাড় ধ্বস রোধে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সড়ক পরিবহন ও সেতু বিভাগ কর্তৃক কাজের রেট সিডিউলে Jute Geotextile অন্তর্ভুক্ত করেছে। দেশের টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পাটজাত পণ্য সম্পর্কিত বিষয় পাঠ্যক্রম/সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের পাটের তৈরী ব্যাগে বই বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	১১/০৫/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারের মতামত/সুপারিশ এবং সে আলোকে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা আগামী মাসের সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দিবে হবে।	চেয়ারম্যান, বিজেএমসি অতিরিক্ত সচিব (পাট)

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	সভার আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনসহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এছাড়া, Jute Geo-textiles (JGT) স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণের জন্য বিজেএমসি ও জেডিপিসি'র সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি কাজ করছে। এ বিষয়ে বিজেএমসি'র সভাপতিত্বে বুয়েট, এলজিইডি, বিজেআরআই ও জেডিপিসি এর সমন্বয়ে গত ০৮/০৫/২০১৭ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। Jute Geotextile এর ব্যবহার বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি সেমিনার/ওয়ার্কশপ ১১/০৫/২০১৭ তারিখে বিজেএমসিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।		
১৬।	বস্ত্রশিল্পে বাংলাদেশে সোনালী ঐতিহ্য রয়েছে। কোন কোন এলাকায় মসলিনের সুতা তৈরী হতো তা জেনে সে প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডে র উদ্যোগে ও বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রস্তাবিত "বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ১২.১০ কোটি (বার কোটি দশ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানু য়ারি, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের আওতায় মসলিন পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যানকে আহবায়ক করে ১টি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিতে বাংলাদেশের প্রখ্যাত বায়োটেকনোলজিস্ট প্রফেসর ড . মোঃ মনজুর হোসেন , পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্স (আইবিএস), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রফেসর শাহ্ আলীমুজ্জামান, ডীন, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি , বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-কে বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে তুলা থেকে সুতা উৎপাদন এবং সুতা থেকে মসলিন কাপড় উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড , বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি এবং বিটিএমসি -এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে।	পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান বাতাঁবো যুগ্মসচিব (বস্ত্র-২) উপপ্রধান (পরিকল্পনা)

আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছ ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১১/০৭/২০১৭ খ্রি:
(মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী)
সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।